**আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১১**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, মঙ্গলবার, ২৪ ফাল্গুন ১৪১৭, ০৮ মার্চ ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীগণ,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

সম্মানিত নারী নেত্রীবর্গ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের শতবর্ষ। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অর্জনকে উদযাপিত করার লক্ষ্যে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মার্চ মহান স্বাধীনতার মাস। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ৩০ লাখ শহীদ মুক্তিযোদ্ধাকে। সহমর্মিতা জানাচ্ছি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি।

আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শহীদ নারী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি। স্মরণ করছি ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে নিভৃতে থেকে যিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন, সেই মহিয়সী নারী আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেসা মুজিবকে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আমি স্মরণ করছি বেগম সুফিয়া কামাল, সৈয়দ বদরুন্নেসা, জাহানারা ইমাম, নুরজাহান বেগমসহ দেশের বিশিষ্ট নারীদেরকে। যাঁরা নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রেখেছেন।

সুধিমন্ডলী,

আজ আমি স্মরণ করছি ২০০১ সালের ভোট কারচুপির নির্বাচনের পর আমার যেসব মা-বোনেরা বিএনপি-জামাত জোটের সন্ত্রাসীদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। তখন এমন কোন দিন ছিল না, যেদিন দেশের কোন না কোন অঞ্চল থেকে আমি দুঃসংবাদ পেতাম না।

সে সময় যেভাবে নারীদের নির্যাতন করা হয়, তা ছিল দেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। রাজশাহীর মহিমা, সিরাজগঞ্জের পূর্ণিমা, গৌরনদীর শেফালি ও তার মেয়ে, গফরগাঁও এর বেদানা, ফাহিমা, হনুফা, রজুফাসহ হাজার হাজার নারী বিএনপি ক্যাডারদের নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়।

বাগেরহাটের ছবি রাণী বিশ্বাসকে বিএনপি অফিসের সামনে গণধর্ষণ করা হয়। ছাত্রদলের ক্যাডাররা ধর্ষণ করে সাতক্ষীরার মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী মাহফুজাকে। আমি তাঁদের প্রতি গভীর সহমর্মিতা জানাই।

সুধিবৃন্দ,

নারী অধিকার ও নারী মুক্তির সংগ্রামের ইতিহাসে ৮ মার্চ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ১৯১০ সালের ৮ই মার্চ নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিন নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই দিবসটি পালনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। দীর্ঘ ১০০ বছর পরে আমাদের জাতীয় জীবনে নারীর মর্যাদা কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা আমাদের বিশ্লেষণের সময় এসছে।

সামাজিকভাবে নারীর অবস্থান কতটুকু দৃঢ় হয়েছে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সে কতটা স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হয়েছে, আর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সে কতটা মুক্তি লাভ করেছে তার মূল্যায়ন করতে হবে।

উন্নত বিশ্বের সমকক্ষ হতে না পারলেও আজ আমরা বলতে পারি, আমাদের অর্জনও কম নয়। আমাদের পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের সর্বত্র আজ নারীর দৃঢ় পদচারণা আমরা দেখতে পাই।

সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

নারীরা তাঁদের কর্মকান্ড ও সামর্থ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে কোন কাজে তাঁরা পুরুষের সমকক্ষ। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, আমাদের ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতার সংগ্রাম, মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনসহ সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে পুরুষের পাশাপাশি আমরা নারীর সমান অংশগ্রহণ লক্ষ্য করি।

জাতীয় জীবনে নারীর গুরুত্ব বিবেচনা করেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মহান সংবিধানে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করেন। তিনি সংবিধানে নারীর জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত করেন। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা সংরক্ষিত আসনসংখ্যা ত্রিশ এবং এবার ৪৫-এ উন্নীত করেছি।

            আমরা বিশ্বাস করি, নারীর সার্বিক উন্নয়নে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি। আওয়ামী লীগ সরকারই প্রথম স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। এতে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

            বিগত সংসদ নির্বাচনে আমরা সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছিলাম। বর্তমান জাতীয় সংসদে মোট ৬৪ জন নারী সদস্য রয়েছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এবারই সর্বোচ্চ ৫ জন নারী মন্ত্রীপরিষদে স্থান পেয়েছেন।

            আমরা ১৯৯৭ সালে দেশে প্রথম নারী নীতি প্রণয়ন করি। এটিকে এখন যুগোপযোগী করার কাজ চলছে।

আমাদের সময়েই সরকারি চাকুরির উচ্চপর্যায়ে নারী কর্মকর্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে সর্বপ্রথম সেনাবাহিনীতে নারী সদস্য অন্তর্ভূক্তির ব্যবস্থা নেয়। আমাদের সময়ই প্রথম সুপ্রিম কোর্টের নারী বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়। এবার আপিল বিভাগে নারী বিচারক নিয়োগ পেয়েছেন।

আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় খাত তৈরি পোশাক খাতের ৮৫ ভাগ শ্রমিকই নারী।

আমি মনে করি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনই নারীর অধিকার আদায়ের অন্যতম হাতিয়ার। এজন্য আমরা নারীদেরকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা ও দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা দেওয়া হচ্ছে। মাতৃত্বকালীন ভাতা, ভিজিডিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিগত দুই বছরে প্রায় ২ লাখ ২১ হাজার বেকার যুবক ও যুব মহিলাকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। ন্যাশন্যাল সার্ভিস কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে তিনটি জেলায় ৩৫ হাজার ৮৫২ নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। আরও ১৬ হাজার ৮০০ জন নারী-পুরুষ প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। আমরা এ কর্মসূচি রংপুর অঞ্চলের আরও সাত জেলায় সম্প্রসারণ করছি।

এ দুই বছরে ৫২ হাজার সহকারি শিক্ষক এবং প্রায় দুই হাজার প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যাঁদের অধিকাংশই নারী।

কিছুদিন আগে চাকুরিজীবী মায়েদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে বৃদ্ধি করে ৬ মাস করেছি। নারীদের আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল গঠন করা হয়েছে।

আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করছি। সহজ শর্তে মূলধন যোগান দিচ্ছি। এ লক্ষ্যে বেসরকারি খাতকে আরও উদ্যোগী হওয়ার আহবান জানাচ্ছি।

নারী, কিশোরী ও শিশু হেফাজতীদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র এবং নিরাপদ আবাসন গড়ে তোলা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলোতে Violence Against Women হেল্প লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

পারিবারিক নির্যাতন, যৌতুক প্রথা, বাল্য বিবাহ, যৌন নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ এবং কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাঙ্গন ও রাস্তা-ঘাটে নারীকে উত্যক্ত করা ইত্যাদি সামাজিক অপরাধ দমনে আমরা বদ্ধপরিকর। অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা নতুন আইন প্রণয়ন করেছি।

শুধু আইন প্রণয়ন করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে নারীকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় পুরুষকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। মনে রাখবেন, যে নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন, সে কারও মেয়ে বা কারও বোন। নারীকে সম্মান দেখানোর দায়িত্ব তাই পুরুষের সবচেয়ে বেশি।

            আমি সকল বাবা-মাকে আহবান জানাই, পরিবারের সব শিশুর প্রতি সমান আচরণ করুন। ছেলে ও মেয়েকে আলাদা করে দেখবেন না। মেয়েরা কোন অংশেই ছেলেদের চেয়ে কম যোগ্য নয়। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে কন্যা সন্তানটিও আপনার মূল্যবান সম্পদ হতে পারে।

আমি নিজেও একজন মা। আমি নিজের সন্তানদের যেমন আলাদা করি না, তেমনি অসহায় কন্যাদের পাশে মায়ের মমতা নিয়েই দাঁড়াই। নিমতলীর ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে স্বজনহারা তিন কন্যাকে আমি নিজের সন্তানের আদরে আমার সরকারি বাসভবনে পাত্রস্থ করেছি। আল্লাহর অশেষ রহমতে তারা সুন্দরভাবে সংসার পালন করছে।

ধর্মীয় অপব্যাখ্যার মাধ্যমে নারীর প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। আর একটি নারীও যেন এ ধরনের অপব্যাখ্যার শিকার না হয়।

প্রতিটি মেয়ে শিশুকে স্কুলে দিন। তাদের মেধার বিকাশের সুযোগ করে দিন। আমরা মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনামূল্যে বই দিচ্ছি। নারী শিক্ষা প্রসারে আমরা উপবৃত্তি কর্মসূচিকে ডিগ্রী পর্যায় পর্যন্ত উন্নীত করব।

            নারীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে আমরা বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছি। '৯৬ সরকারের সময় আমরা গ্রামে গ্রামে কম্যুনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছিলাম। বিএনপি-জামাত জোট এসে সেগুলো বন্ধ করে দেয়।

এবার দায়িত্ব নিয়ে আমরা ক্লিনিকগুলো চালুর উদ্যোগ নেই। ইতোমধ্যে প্রায় ১১ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক চালু করেছি। আরও সাত হাজার ক্লিনিক স্থাপন করা হবে। এগুলোতে প্রধানতঃ গর্ভবতী মা, প্রসূতি ও তার সন্তান, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরামর্শ ও চিকিৎসা সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

            আমরা গত বছর শিশুমৃত্যু হার হ্রাস করায় আমরা জাতিসংঘ এমডিজি-৪ পুরস্কার পেয়েছি। এমডিজি-৩ অর্থাৎ নারী-পুরুষের বৈষম্য এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যগুলো পূরণেও আমরা অনেকদূর এগিয়েছি।

আওয়ামী সরকার জনগণের সরকার। দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নই আমাদের মূল লক্ষ্য। দেশের প্রতিটি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাঁদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করছি।

আমরা কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, অবকাঠামো নির্মাণসহ ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।

ইতোমধ্যে প্রায় ১১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়েছে। ৩৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। আরও ২৪ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।

নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

সারাদেশে প্রায় সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সারের দাম তিন-দফা কমানো হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচি এবং গৃহহীনদের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জাতির পিতার নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে আমরা বিশ্বে বীরের জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলাম। ২০২১ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করে আমরা বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

আসুন, আমরা নারী-পুরুষ মিলে আমাদের এ লক্ষ্য পূরণে আত্মনিয়োগ করি। সবাই সুস্থ থাকুন, ভাল থাকুন। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১১'র কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

......